গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়
আইন ও বিচার বিভাগ
সলিসিটর অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা-১
বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট প্রাঙ্গন, ঢাকা।

নং ১০.০০.০০০০.১৩৩.৫৬.০১০.১৪(বিবিধ)-৬২(১৪০)

তারিখ: ২৪ ভাদ্র, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ
৭ সেপ্টেম্বর, ২০১৬ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয়ঃ মাননীয় বিজ্ঞ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে আপীল/রিভিশন দায়েরের প্রস্তাব প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ সলিসিটর অনুবিভাগ, প্রশাসন শাখা-১ এর ০৭/১০/২০১৫ খ্রিঃ তারিখের ১০.০০.০০০০.১৩৩.৫৬.০১০. ১৪(বিবিধ)- ১১৩ নং স্মারক।

ইহা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে সরকারী স্বার্থ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞ আদালতের দেওয়ানী/ফৌজদারী মামলাসমূহের রায় ও ডিক্রী/আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপীল/রিভিশন এবং প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালে, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে মাননীয় সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে এবং মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগে রীট মামলার রায়/আদেশের বিরুদ্ধে মাননীয় সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে আপীল দায়ের করার প্রস্তাব আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সলিসিটর উইং এ প্রেরন করা হয় না। এ কারণে অনেক ক্ষেত্রে সরকারী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মামলা তামাদি দোষে বারিত হওয়ায় আপীল/রিভিশন দায়ের করা সম্ভবপর হয় না। হলেও তামাদির কারণে উহা সন্তোষজনক না হওয়ায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক না-মঞ্জুর হয়। ফলে সরকারী বহু জমি/সম্পত্তি বেহাত হওয়ার মাধ্যমে সরকারী স্বার্থ বিঘ্নিত হয় এবং অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি হয়।

২। উল্লেখ্য যে, উচ্চতর আদালতে আপীল/রিভিশন দায়ের করার জন্য নিম্নবর্ণিত কাগজপত্রাদি একান্তভাবে আবশ্যক ঃ-

(ক) **দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে ঃ-** বিজ্ঞ আদালতের তর্কিত সকল রায় ও ডিক্রীর জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), সাক্ষীর জবানবন্দীর জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), বিলম্বের ব্যাখ্যা এবং সরকারী কৌশুলীর (জিপি) এর মতামত;

(খ) **ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ঃ-** বিজ্ঞ আদালতের তর্কিত সকল রায় ও আদেশের জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), এজাহার, ১৬৪ ধারার জবানবন্দী, চার্জশীট ও ১৬১ ধারার সাক্ষীর জবানবন্দী ইত্যাদির জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি) এবং পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এর মতামত;

(গ) **রীট মামলার ক্ষেত্রে ঃ-** আর্জির পূর্ণাঙ্গ কপি, তর্কিত রায়/আদেশের জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), গ্রাউন্ড অব আপীল, বিলম্বের ব্যাখ্যা, রুলনিশির কপি, দফাওয়ারী জবাব এবং মামলা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাগজপত্রাদি(যদি থাকে);

(ঘ) **প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল মামলার ক্ষেত্রেঃ-** আর্জির কপি, দফাওয়ারী জবাব, ওকালতনামা; প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল মামলার ক্ষেত্রেঃ-তর্কিত রায়ের জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি), ওকালতনামা, আর্জির কপি ও বিভাগীয় মামলার কাগজপত্রাদি(যদি থাকে); এবং
মাননীয় সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে লীভ-টু-আপীলের ক্ষেত্রেঃ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইব্যুনাল মামলার আর্জির কপি, দফাওয়ারী জবাব ও তর্কিত রায়/আদেশের জাবেদা নকল(সার্টিফাইড কপি)।

৩। সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসকগণকে দেওয়ানী, ফৌজদারী, রীট, প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল ও প্রশাসনিক আপীল ট্রাইবুনাল এ মামলা সংক্রান্ত বিজ্ঞ আদালতের রায় ও ডিক্রী/আদেশের বিরুদ্ধে আপীল/রিভিশন দায়ের করার জন্য চূড়ান্ত সময়সীমার অন্ততঃ ৩০(ত্রিশ) দিন পূর্বে আপীল/রিভিশন ইত্যাদি দায়েরের প্রস্তাব উপরোক্ত ২নং অনুচ্ছেদে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অত্র সলিসিটর উইং-এ অবশ্যই প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো। Endorsement-2/259

৪। যে সমস্ত মামলার রায়ের বিরুদ্ধে আপীল দায়েরের সময়সীমা ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, সে সমস্ত মামলার আপীলের প্রস্তাব নির্ধারিত সময়সীমার অন্ততঃ ১৫(পনের) দিন পূর্বে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৫। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, বিলম্ব/তামাদি (Limitation) দোষে মামলা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সে লক্ষ্যে রায় ঘোষণা/শুনানীর অব্যবহিত পরেই সার্টিফাইড কপি/নকল এর জন্য দরখাস্ত করতে হবে।

৬। উচ্চতর আদালতে আপীল/রিভিশন দায়েরের প্রস্তাব এর সাথে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র প্রেরণ না করার কারণে যদি সরকারী স্বার্থ ক্ষুন্ন হয় এবং সরকারী স্বার্থ সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা ও আইনি জটিলতার সৃষ্টি হয়, তাহলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/অধিদপ্তর/পরিদপ্তর এবং জেলা প্রশাসক এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা এর জন্য দায়ী হবেন এবং এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, দায়ী ব্যক্তিকে চিহ্নিত করে তাঁর নাম, পদবী উল্লেখপূর্বক তার বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে কিনা তা জানিয়ে বিলম্বের মেয়াদ মওকুফের (Condonation of delay) চিঠি আলাদাভাবে সংশ্লিষ্ট অপরাপর কাগজাদির সাথে প্রেরণ করতে হবে। অন্যথায় আপীল বা রিভিউর প্রস্তাব বিবেচনাযোগ্য হবে না।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে সূত্রোক্ত পরিপত্রটি জারী করা হয়। কিন্তু কোন কোন দপ্তর/অফিস কর্তৃক উক্ত পরিপত্রের মর্মার্থ যথাযথ অনুসরণ না করায় দায়েরকৃত আপীল/রিভিশন মামলার সিংহভাগই বিলম্ব/তামাদিজনিত কারণে বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক নামঞ্জুর হয়। ফলে সরকারী স্বার্থ বিঘ্নিত হওয়াসহ অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি হচ্ছে। সরকারী স্বার্থ ও অপূরণীয় আর্থিক ক্ষতি রোধকল্পে সংশ্লিষ্ট সকলকে পরিপত্রটি যথাযথ অনুসরণের জন্য নির্দেশক্রমে পুনরায় অনুরোধ করা হ'ল।

০৭/০৯/২০১৬

(মোঃ মিজানুর রহমান)
সহকারী সচিব(প্রশাসন-১)
ফোন: ৫৫১১০৩৯৪ (অফিস)।

সদয় কার্যার্থে বিতরণঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-১ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-৩৪.০০.০০০০.০৪১.৩৪.০০১.১৫.১০০৯ তারিখঃ ২৮-০৯-২০১৬

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ(জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১। উপসচিব (যুব-২ অধিশাখা)/উপপ্রধান, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২। সিনিয়র সহকারী সচিব (বাজেট/প্রশাসন-২/যুব-১), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩। সহকারী সচিব (ক্রীড়া-১/ক্রীড়া-২/সমন্বয় শাখা), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৪। সহকারী প্রোগ্রামার, আইটিসেল, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(ইহা ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৫। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

২৮/৯/১৬

(হোসনা আফরোজা)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৭৫৫০৩